সমকাল
1 2 MAR 2026

সবজি রপ্তানি বন্ধ, ঝুঁকিতে কৃষিপণ্যের বাজার

দুশ্চিন্তায় রপ্তানিকারক কৃষক

চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি কমেছে ৫.৭৭ কোটি ডলার

ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি কমেছে ৩৮%

সবচেয়ে বড় প্রভাব সবজি, মৌসুমি ফল, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও হিমায়িত মাছ রপ্তানিতে

গত অর্থবছরে ৮ কোটি ডলারের সবজি রপ্তানি

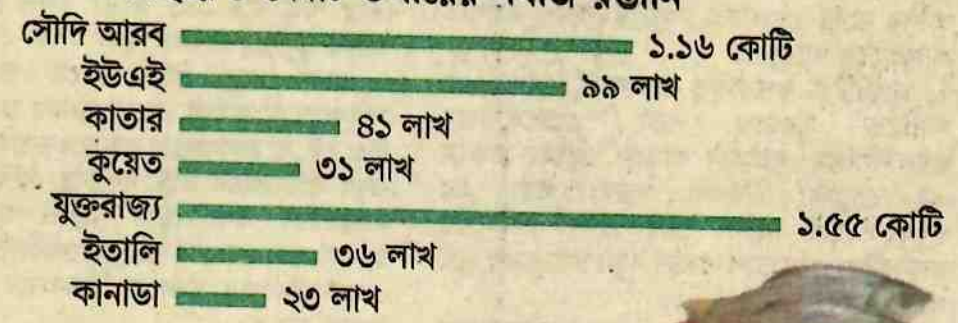

প্রভাব

- নতুন অর্ডার কমে গেছে
- সবজি কেনা বন্ধ করেছেন অনেক ব্যবসায়ী
- প্রস্তুত পণ্য স্থানীয় বাজারে কম দামে বিক্রি
- আটকে আছে বড় কোম্পানির শত শত কনটেইনার
- বিমানবন্দরে আটকে পচছে পণ্য
- প্রতিযোগী দেশ বাজার দখলের সুযোগে
- ভারত ও পাকিস্তান দ্রুত সমুদ্রপথে পণ্য পাঠাতে পারে

জাহিদুর রহমান

দেশের বিভিন্ন জেলার ফসলের মাঠ থেকে প্রতিদিন সংগ্রহ করা হয় নানা রকমের সবজি। সেগুলো রাজধানীর শ্যামপুরের কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউসের মাধ্যমে প্যাকিং করে পৌঁছে দেওয়া হয় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। সেখান থেকে কার্গো বিমানে করে এসব পণ্য উড়াল দেয় মধ্যপ্রাচ্য কিংবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ এই পুরো সরবরাহ ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছে।

আকাশপথে পরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোতে সবজি পাঠানো থমকে গেছে। ফলে রপ্তানিকারক, কৃষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। সবজি ছাড়াও বাংলাদেশের কৃষিপণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং হিমায়িত মাছের রপ্তানি কার্যত বন্ধ রয়েছে। বিস্কুট, নুডলস, ফ্রুট ড্রিংকস, পরোটা, সুগন্ধি চাল, চানাচুরসহ নানা কৃষিজাত পণ্যও এখন বিদেশে পাঠানো যাচ্ছে না।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশের আকাশসীমা আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, আবুধাবি ও শারজাহ, কাতার, কুয়েত ও বাহরাইনের মতো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে ২৮

পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ৪

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

সবজি রপ্তানি বন্ধ, ঝুঁকিতে কৃষিপণ্যের বাজার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ফেব্রুয়ারি থেকে কোনো সবজি পাঠানো যাচ্ছে না। সংকট যদি দীর্ঘ হয় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের সবজির বাজারে বাংলাদেশের হিস্যা প্রতিযোগী দেশের ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যেতে পারে।

প্রায় বন্ধ সবজি রপ্তানি

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পাঁচ কোটি ৭৭ লাখ ডলারের সবজি রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেশি। তবে ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৩৮ শতাংশ কমে যায়। গত অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি হয়েছিল চার কোটি ৫৮ লাখ ডলারের সবজি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে আট কোটি ডলারের সবজি রপ্তানি হয়। এর মধ্যে সৌদি আরবে এক কোটি ১৬ লাখ ডলার, ইউএইতে ৯৯ লাখ ডলার, কাতারে ৪১ লাখ ডলার, কুয়েতে ৩১ লাখ ডলারের সবজি যায়। এর বাইরে যুক্তরাজ্যে এক কোটি ৫৫ লাখ ডলার, ইতালিতে ৩৬ লাখ ও কানাডায় ২৩ লাখ ডলারের সবজি রপ্তানি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শীত মৌসুমে বাংলাদেশ থেকে দিনে ৩৫ থেকে ৪০ টন সবজি রপ্তানি হয়। এর মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশের গন্তব্য সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও ওমান। এর বাইরে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় সবজি। বর্তমানে ১৮০টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত সবজি রপ্তানি করে। সবজির পাশাপাশি মৌসুমি ফলমূলও রপ্তানি করেন এই ব্যবসায়ীরা।

তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে এখন সৌদি আরবের জেদ্দা ও মদিনায় সীমিত ফ্লাইট গেলেও রাজধানী রিয়াদে যাচ্ছে না। অথচ রিয়াদেই বাংলাদেশের সবজির সবচেয়ে বড় বাজার। এ ছাড়া কাতার এয়ারওয়েজ, এমিরেটস এয়ারলাইন্সসহ কয়েকটি বড় আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা তাদের অনেক ফ্লাইট স্থগিত করেছে। এতে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে পণ্য পাঠানো আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।

একাধিক রপ্তানিকারক জানিয়েছেন, গত শনিবার থেকে সবজি রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশ বন্ধ রয়েছে। আকাশপথ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি উন্নতির সুযোগ নেই। এতে ক্ষতির মুখে পড়ছেন বাংলাদেশের সবজি ও অন্য পচনশীল পণ্য রপ্তানিকারকরা।

সবজি রপ্তানিকারক মোহাম্মদ আবুল হোসেন বলেন, ফ্লাইট না থাকায় পণ্য পাঠানো যাচ্ছে না। ইউরোপে আমাদের প্রায় ৬০ শতাংশ রপ্তানি হারানোর ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এই সংকটের মধ্যে যদি বিমানভাড়া বাড়ে, তাহলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হবে। এই সংকট নিরসন না হলে আমরা বিপদে পড়ব। বাজারে বেশি সময় ফাঁকা থাকবে না। কেউ না কেউ সুযোগ নিয়ে নেবে।

বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস অ্যান্ড অ্যালাইড প্রডাক্টস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনসুর বলেন, এখন টরন্টো, যুক্তরাজ্য ও ইতালির রোম– এই তিন গন্তব্যে সামান্য কিছু পণ্য যাচ্ছে। বাকি প্রায় সব বাজারেই রপ্তানি বন্ধ। এতে প্রতিদিন প্রায় দেড় লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, গ্রীষ্মকালে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে স্থানীয় সবজি উৎপাদন কমে যায়। ফলে ওই সময়ে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি চার থেকে পাঁচ গুণ বাড়ে।

বাতিল হচ্ছে একের পর এক ফ্লাইট

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্র জানায়, সংঘাতের কারণে মধ্যপ্রাচ্যগামী বহু ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। শুধু সোমবারই বাতিল হয়েছে ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্যের ৩৯টি ফ্লাইট। এর আগে শনিবার বাতিল হয় ২৩টি এবং রোববার বাতিল হয় ৪০টি ফ্লাইট। অর্থাৎ তিন দিনেই বাতিল হয়েছে ১০২টি ফ্লাইট। এসব ফ্লাইটের বেশির ভাগের গন্তব্য ছিল দুবাই, কাতার, বাহরাইন ও কুয়েত। ফ্লাইট হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় অনেক রপ্তানিকারকের পণ্য বিমানবন্দরে আটকে থেকে নষ্ট হয়েছে।

চট্টগ্রামভিত্তিক গ্রিন ওয়ার্ল্ড ইমপ্যাক্ট গত শনিবার সকালে প্রায় এক টন তাজা সবজি দুবাই পাঠাতে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে যায়। তবে ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় চালানটি আর পাঠানো সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত পণ্যগুলো নষ্ট হয়ে প্রায় এক হাজার ২০০ ডলারের ক্ষতি হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোহাম্মদ মাহবুব রানা বলেন, চট্টগ্রাম থেকে প্রতিদিন প্রায় আড়াই লাখ ডলারের তাজা ফল ও সবজি রপ্তানি হয়। ফ্লাইট বাতিলের পর অধিকাংশ পণ্য নষ্ট হয়ে গেছে। অনিশ্চয়তার কারণে নতুন চালানও প্রস্তুত করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি কবির আহমেদের হিসাবে, মার্চের শুরুতে ঢাকার বিমানবন্দরে এক হাজার ২০০ টনের বেশি কার্গো আটকে ছিল। ঢাকা থেকে এখনও কার্গো ফ্লাইট পুরোপুরি চালু হয়নি। ফলে সবজি রপ্তানিকারকরা পণ্য পাঠাতে হিমশিম খাচ্ছেন। কয়েকটি অপারেটর সীমিত পরিসরে ফ্লাইট চালাচ্ছে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পৌঁছাতে কিছু রপ্তানিকারক এখন চীন, মালয়েশিয়া ও হংকং হয়ে পণ্য পাঠাতে শুরু করেছেন, তবে এতে সময় ও খরচ বাড়ছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা থেকে রোম, কানাডা ও যুক্তরাজ্যে পণ্য পরিবহন করছে। তবে ৫ মার্চ থেকে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রগামী কার্গোর ভাড়া প্রতি কেজিতে ৫০ সেন্ট বাড়িয়েছে বিমান।

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ এয়ারলাইন্স এমিরেটস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৪ মার্চ পর্যন্ত দুবাইয়ে যাওয়া-আসার সব ফ্লাইট স্থগিত রাখা হয়েছে। শুধু সীমিত আকারে প্রত্যাবাসন ও কার্গো সেবা চলবে। অন্য এয়ারলাইন্সগুলো ফ্লাইটের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে অথবা পুরো অঞ্চল এড়িয়ে চলছে।

কৃষকরাও বিপাকে

এই সংকট সরাসরি প্রভাব ফেলছে কৃষকের ওপর। রপ্তানিকারকরা বিদেশি ক্রেতার অর্ডার পাওয়ার পর কৃষকের কাছ থেকে সবজি সংগ্রহ করেন। তবে এখন নতুন অর্ডার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী কৃষকের কাছ থেকে পণ্য কেনাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান তাহুরা ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক ফয়েজ আহমেদ বলেন, 'আমরা আগে প্রতিদিন প্রায় ১৩ টন সবজি ও ফল মধ্যপ্রাচ্যে পাঠাতাম। এখন ক্রেতারা নতুন অর্ডার দিচ্ছে না। তাই কৃষকের কাছ থেকেও পণ্য নেওয়া বন্ধ করতে হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রস্তুত করা কিছু পণ্য ঢাকার কারওয়ান বাজারে কম দামে বিক্রি করে দিতে হয়েছে।

কৃষিপণ্য রপ্তানিতেও ধাক্কা

সবজি ছাড়াও বাংলাদেশের কৃষিপণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং হিমায়িত মাছের রপ্তানি কার্যত বন্ধ রয়েছে। বিস্কুট, নুডলস, ফ্রুট ড্রিংকস, পরোটা, সুগন্ধি চাল, চানাচুরসহ নানা কৃষিজাত পণ্যও এখন বিদেশে পাঠানো যাচ্ছে না। অনেক রপ্তানি পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারে আটকা পড়ে আছে। আবার কিছু পণ্য বন্দরে পৌঁছানোর আগেই ফেরত আনতে হচ্ছে।

কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বড় উদ্যোক্তাদের একটি প্রাণ আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধের কারণে তাদের প্রায় ২০০টি কনটেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে আটকা পড়েছে। এসব পণ্যের গন্তব্য ছিল সৌদি আরব, দুবাই, কাতার ও কুয়েত।

প্রাণ আরএফএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াস মৃধা বলেন, যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ। মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশি কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বড় বাজার তৈরি হয়েছিল। সেই বাজারে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, অনিশ্চয়তার কারণে বন্দরে থাকা পণ্যগুলো এখন ফিরিয়ে এনে গুদামে রাখার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এতে বড় ধরনের ক্ষতির শঙ্কা তৈরি হয়েছে। একই পরিস্থিতিতে পড়েছে দেশের আরেকটি বড় খাদ্যপ্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যুদ্ধ শুরুর দিনই তাদের ৯টি কনটেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে আটকা পড়ে। সেখানে প্রায় পাঁচ লাখ ডলারের পণ্য ছিল। স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পারভেজ সাইফুল ইসলাম বলেন, এখন পণ্য পাঠানোর মতো কোনো পরিস্থিতি নেই। যুদ্ধ কবে থামবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। পরে রপ্তানি শুরু হলেও তখন জাহাজভাড়া বাড়তে পারে, কনটেইনার পাওয়া নিয়েও সমস্যা তৈরি হতে পারে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, জাহাজ ছাড়া এসব পণ্য পাঠানোর কোনো বিকল্প না থাকায় রপ্তানিকারকরা বড় সংকটে পড়েছেন। এতে কৃষিপণ্য রপ্তানি আয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে।

বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বাংলাদেশের হিমায়িত চিংড়ি ও বিভিন্ন ধরনের মাছেরও ভালো চাহিদা রয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র-সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলোর ওপর হামলার শঙ্কা থাকায় শিপিং কোম্পানিগুলো ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ফলে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলও কমে গেছে।

প্রতিযোগী দেশ এগিয়ে যাচ্ছে

রপ্তানিকারকদের বড় উদ্বেগের একটি বিষয় হলো, এ সংকটের সুযোগে প্রতিযোগী দেশগুলো বাজার দখল করতে পারে। বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তান বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে দ্রুত পণ্য পাঠাতে পারছে। তাদের মতে, ভারতের মতো দেশ সমুদ্রপথে দ্রুত পচনশীল পণ্য পাঠাতে পারে। মুম্বাই বন্দর থেকে মাত্র তিন থেকে চার দিনের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সবজি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

অন্যদিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে একই গন্তব্যে পণ্য পৌঁছাতে প্রায় ২৫ দিন সময় লাগে। ফলে সমুদ্রপথে তাজা সবজি পাঠানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, যদি দীর্ঘ সময় রপ্তানি বন্ধ থাকে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বাংলাদেশের অংশ প্রতিযোগী দেশগুলোর হাতে চলে যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানিতে দীর্ঘদিন ধরেই অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। সমুদ্রবন্দরে পর্যাপ্ত কোল্ড চেইন, বিশেষ কনটেইনার কিংবা দ্রুত পচনশীল পণ্য পরিবহনের আধুনিক ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি।

কৃষি বিশেষজ্ঞ মজিবুল হক বলেন, শুধু আকাশপথের ওপর নির্ভর করলে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সংকটে বড় ঝুঁকি তৈরি হয়। সমুদ্রপথে দ্রুত পণ্য পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। শুধু কাঁচা সবজি নয়, হিমায়িত সবজি বা রেডি-টু-কুক পণ্যের বাজার ধরার দিকেও নজর দেওয়া উচিত। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে নতুন বাজার খোঁজা প্রয়োজন।

সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক বলেন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া কিংবা চীনের মতো দেশে সবজি রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। নতুন বাজার তৈরি করতে পারলে ঝুঁকি কিছুটা কমবে।

সমকাল

12 MAR 2026

প্রতি মাসেই রপ্তানির নগদ সহায়তা ছাড় করা হবে

বিজিএমইএর সঙ্গে বৈঠকে গভর্নরের আশ্বাস

সমকাল প্রতিবেদক

রপ্তানিকারকদের প্রতি মাসের নগদ সহায়তার অর্থ সংশ্লিষ্ট মাসেই ছাড় করার ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে এ আশ্বাস দেন তিনি।

বিজিএমইএর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বিজিএমইএ প্রতিনিধি দলের বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও শিল্পের সংকটের কথা গুরুত্বের সঙ্গে শুনে গভর্নর আশ্বস্ত করেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়গুলোর ওপর দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নগদ সহায়তার বিষয়ে তিনি দৃঢ়ভাবে জানান, এখন থেকে কোনো আবেদন পেন্ডিং রাখা হবে না। রপ্তানিকারকদের তারল্য সংকট নিরসনে প্রতি মাসের নগদ সহায়তার অর্থ সংশ্লিষ্ট মাসেই ছাড় করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান বহুমুখী সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিজিএমইএ পরিচালক মজুমদার আরিফুর রহমান, পরিচালক ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী এবং মাহিন অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদ মাহিন। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতার কারণে দেশের পোশাক শিল্প বর্তমানে এক কঠিন সময় পার করছে। অনেক ব্যাংক ঋণ পুনঃতপশিলীকরণ করলেও প্রয়োজনীয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সরবরাহ করছে না, ফলে কারখানা সচল রাখা এবং সময়মতো ঋণ পরিশোধ উভয়ই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বিজিএমইএ নেতারা বর্তমান সংকটকালীন পরিস্থিতিতে শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে নীতি সহায়তার আওতায় নগদ সহায়তার হার বৃদ্ধি ও তা বহাল রাখার জোরালো আহ্বান জানান। প্রতিনিধি দল বিশেষ নগদ সহায়তার হার শূন্য দশমিক ৩০ থেকে বাড়িয়ে ১ শতাংশ, শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাকের পরিবর্তে বিকল্প নগদ সহায়তার হার ১ দশমিক ৫ থেকে বাড়িয়ে ২ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্পের জন্য ৩ থেকে বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করার প্রস্তাব করেন। তারা বলেন, প্রণোদনার অর্থ দ্রুততম সময়ে ও নিয়মিত ছাড় করা না হলে অনেক কারখানা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে, যা শ্রমবাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এ ছাড়া শিল্পকে সহায়তাস্বরূপ প্যাকিং ক্রেডিটের (পিসি) সুদের হার ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা, প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের পরিমাণ পাঁচ হাজার কোটি থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার কোটি টাকা করা এবং এই তহবিলের মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে রপ্তানি ঋণে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে আনা এবং এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সহজ শর্তে ঋণের সুপারিশ করেছে বিজিএমইএ।

কালবেলা

1 2 MAR 2026

উৎপাদন-রপ্তানিতে বাড়ছে শঙ্কা

- বাড়ছে পোশাক রপ্তানির খরচ ও সময়
- অভ্যন্তরীণ উৎপাদনও বিঘ্ন হওয়ার শঙ্কা
- জেনারেটরের তেল পাচ্ছে না কারখানাগুলো

মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ

বিশেষ প্রতিনিধি ▸▸

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানকে কেন্দ্র করে চলমান সংঘাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে সরকার জ্বালানি রেশনিং করছে। এতে লোডশেডিংয়ের সময় জেনারেটর চালুর জন্যও তেল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ীরা। তবে মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধের কারণে রপ্তানি খাতে নতুন শঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, এই যুদ্ধের কারণে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে। আর মূল্যস্ফীতি বাড়লে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক খাতের গন্তব্য আমেরিকা ও ইউরোপে পোশাকের চাহিদা কমতে পারে। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধের কারণে জ্বালানি ও ফ্রেইট চার্জ বেড়ে যেতে পারে। এতে রপ্তানি কমবে এবং খরচও বাড়বে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার ফলে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ এবং আর্থিক ব্যবস্থায় অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, যা বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানি ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ এবং রপ্তানি কার্যক্রমে নতুন ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এই সংঘাত বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেল ও

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ২ ▸ কলাম ৪

> মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধের প্রভাব এরই মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে পড়তে শুরু করেছে। কারখানাগুলো জেনারেটর চালানোর জন্য তেল ঠিকমতো পাচ্ছে না। এতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া এই যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গেছে। আর জ্বালানির জন্য ফ্রেইট চার্জও বেড়ে যাবে
>
> **মাহমুদ হাসান খান বাবু**
> *সভাপতি, বিজিএমইএ*

> আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দীর্ঘ সময় উচ্চ অবস্থানে থাকলে বাংলাদেশের বহিঃ খাতে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি হতে পারে। বৈশ্বিক বাজারে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের মাসিক আমদানি ব্যয় ৭০ থেকে ৮০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে
>
> **ডিসিসিআই**

The Daily Star
12 MAR 2026

Hormuz crisis strands country's food exports to Middle East

AT A GLANCE

- Goods stranded at Chattogram, Sri Lanka ports
- Exporters fear mounting losses
- Demurrage and depot charges rising
- $40-45m food export at risk
- Cash flow and profitability under pressure

JAGARAN CHAKMA

Bangladesh's processed food exports to key Middle Eastern markets have come to a standstill as disruptions in the Strait of Hormuz caused by the US-Israeli war on Iran have halted shipments, leaving containers stranded and exporters fearing mounting financial losses.

Containers loaded with snacks, spices and other food products are either stranded or unable to be shipped. Companies warn that prolonged disruptions could affect cash flow, inventory management and profitability.

Bangladesh exports a wide range of products to the Middle East, industry insiders say, including beverage items, spices, biscuits, puffed rice, chanachur (Bombay mix), noodles, mustard oil, and other snacks.

The companies' major markets in the region include Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Oman, Qatar, Kuwait and Bahrain.

Exports of Square Food & Beverage Ltd to the Middle East have been disrupted since the conflict began, leaving several containers stranded and causing financial losses, said Md Parvez Saiful Islam, chief executive officer (CEO) of the company.

"The crisis in the Middle East started on February 28. From March 1, all the containers that we had handed over to freight forwarders for shipment got stuck," Islam told The Daily Star.

According to him, around 11 containers of the company's products are currently unable to be shipped.

"If the containers cannot be shipped, we may eventually have to bring the goods

the main problem, he said.

Square Food & Beverage exports products such as spices, chanachur and mustard oil to Middle Eastern markets.

The stranded consignments alone are worth about $800,000, he added.

Some export shipments of PRAN-RFL Group to Middle Eastern markets have been caught in transit, while others could not be shipped due to uncertainty surrounding maritime routes, said Kamruzzaman Kamal, marketing director of the company.

According to him, some of the company's goods are currently at Chattogram port, while others have already reached a Sri Lankan transhipment port from where they were supposed to move through the Strait towards Gulf markets.

"Our feeder vessels carry the containers to those ports, and from there the cargo is loaded onto mother vessels for onward shipment," Kamal said.

However, shipments moving through that route are now facing uncertainty. "So those goods have not yet moved forward," he added. Kamal cautioned that the disruption could lead to business losses if it continues for long.

Bombay Sweets has also halted exports

to Middle East

AT A GLANCE

- Goods stranded at Chattogram, Sri Lanka ports
- Exporters fear mounting losses
- Demurrage and depot charges rising
- $40-45m food export at risk
- Cash flow and profitability under pressure

JAGARAN CHAKMA

Bangladesh's processed food exports to key Middle Eastern markets have come to a standstill as disruptions in the Strait of Hormuz caused by the US-Israeli war on Iran have halted shipments, leaving containers stranded and exporters fearing mounting financial losses.

Containers loaded with snacks, spices and other food products are either stranded or unable to be shipped. Companies warn that prolonged disruptions could affect cash flow, inventory management and profitability.

Bangladesh exports a wide range of products to the Middle East, industry insiders say, including beverage items, spices, biscuits, puffed rice, chanachur (Bombay mix), noodles, mustard oil, and other snacks.

The companies' major markets in the region include Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Oman, Qatar, Kuwait and Bahrain.

Exports of Square Food & Beverage Ltd to the Middle East have been disrupted since the conflict began, leaving several containers stranded and causing financial losses, said Md Parvez Saiful Islam, chief executive officer (CEO) of the company.

"The crisis in the Middle East started on February 28. From March 1, all the containers that we had handed over to freight forwarders for shipment got stuck," Islam told The Daily Star.

According to him, around 11 containers of the company's products are currently unable to be shipped.

"If the containers cannot be shipped, we may eventually have to bring the goods back. Since the products are already packed and loaded, storage and other charges will keep increasing," he said.

The company is now in discussions with shipping lines to determine whether the containers will be shipped or returned.

The inability to fulfil export orders is the main problem, he said.

Square Food & Beverage exports products such as spices, chanachur and mustard oil to Middle Eastern markets.

The stranded consignments alone are worth about $800,000, he added.

Some export shipments of PRAN-RFL Group to Middle Eastern markets have been caught in transit, while others could not be shipped due to uncertainty surrounding maritime routes, said Kamruzzaman Kamal, marketing director of the company.

According to him, some of the company's goods are currently at Chattogram port, while others have already reached a Sri Lankan transhipment port from where they were supposed to move through the Strait towards Gulf markets.

"Our feeder vessels carry the containers to those ports, and from there the cargo is loaded onto mother vessels for onward shipment," Kamal said.

However, shipments moving through that route are now facing uncertainty. "So those goods have not yet moved forward," he added. Kamal cautioned that the disruption could lead to business losses if it continues for long.

Bombay Sweets has also halted exports to its main Middle Eastern markets since tensions first emerged, said Khurshid Ahmad Farhad, general manager of the company.

"We have not been able to export goods worth even a single taka this month," Farhad told The Daily Star. READ MORE ON B2

ঢাকা ॥

The Daily Star
12 MAR 2026

Hormuz crisis

FROM PAGE B1

"We halted shipments on the very first day the tensions started. None of our containers remains stuck because we did not release them from the factory."

However, he said many exporters who had already shipped goods are now facing difficulties at Chattogram port.

"Some containers are stuck at the port. In some cases, shipping lines are charging demurrage. In other cases, goods are being stored at depots and accumulating additional charges," he added.

Farhad said those who shipped goods without calculating the risks are now facing the biggest problems.

Referring to export data from the Export Promotion Bureau, he estimated Bangladesh's processed food exports to the Middle East at $40 million to $45 million annually. The entire agriculture sector fetched around $65.24 million in the last fiscal year.

Farhad also noted the large value difference between products.

"For example, a container of spices may be worth about $100,000, while a container of chips may be worth only around $5,000," he said.

Quamrul Hassan, chief business officer of ACI Consumer Brands, said the disruption in the Strait of Hormuz has effectively halted exports to several Gulf markets.

"If the Strait of Hormuz is closed, it naturally affects markets like Dubai, Qatar and Kuwait. Most shipments to those countries pass through that route," Hassan told The Daily Star.

ACI exports products such as biscuits, puffed rice and flattened rice to the region, which sell well during Ramadan. "Right now, no one is able to send shipments," he said.

Exports to the region are usually based on advance orders placed by importers.

"When exports stop, sales stop. And when sales stop, losses increase," Hassan added.

The Daily Star
12 MAR 2026

BGMEA wants single-digit interest rates for exporters

STAR BUSINESS REPORT

Garment exporters have urged the central bank governor to bring export loan interest rates down to single digits and provide easier loan conditions for small and medium enterprises (SMEs).

They emphasised that if incentive funds are not released promptly and regularly, many factories may soon be forced to shut down, which would negatively impact the labour market, according to a statement from the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) issued yesterday.

In a meeting with Md Mostaqur Rahman, governor of Bangladesh Bank (BB), BGMEA leaders said that due to liquidity shortages, many factories are struggling to pay workers' wages and utility bills, including electricity.

Mahmud Hasan Khan, president of BGMEA, led the business delegation. He stated that due to instability in the global economy and various domestic constraints, the country's garment industry is currently going through a difficult period.

The leaders strongly urged the continuation and enhancement of policy support measures, particularly an increase in cash incentives, to help safeguard the industry during this critical period and encourage the emergence of new entrepreneurs.

They proposed increasing the special cash incentive rate from 0.30 percent to 1 percent, raising the alternative cash incentive rate (in place of bonded warehouse and duty drawback facilities) from 1.5 percent to 2 percent, and increasing the incentive for SMEs from 3 percent to 4 percent.

Additionally, they proposed reducing the interest rate on packing credit (PC) to 7 percent, increasing the Pre-Shipment Credit Refinance Scheme from Tk 5,000 crore to Tk 10,000 crore, and extending the tenure of this fund until 2030.

Although many banks have rescheduled loans, they are not providing the necessary working capital, which is hampering both the smooth operation of factories and the timely repayment of loans, they said.

The central bank governor assured that effective measures would be taken on matters within the jurisdiction of the BB, according to the BGMEA statement.

Regarding cash incentives, he firmly stated that no application will remain pending from now on and that, to ease liquidity constraints for exporters, arrangements will be made to disburse monthly cash incentives within the same month.

The Daily Star
12 MAR 2026

RMG exports to emerging markets fall 6% in Jul-Feb

STAR BUSINESS REPORT

Garment exports from Bangladesh to non-traditional markets declined by 6.34 percent year-on-year to $4.24 billion in the July-February period of the current fiscal year.

Every market other than the European Union (EU), the UK, Canada, and the US is considered non-traditional or emerging for Bangladesh.

The total market share of garment exports to non-traditional markets stood at 16.44 percent during this time, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB).

In the same period, Bangladesh's total RMG exports reached $25.8 billion, registering a 3.73 percent year-on-year fall.

The EU remained Bangladesh's largest export destination for RMG, accounting for 49.18 percent of total exports in this category. Export earnings from the bloc stood at $12.69 billion, registering a year-on-year decline of 5.49 percent.

The US retained its position as the second-largest market, with RMG exports amounting to $5.03 billion during the period. This represented 19.50 percent of total RMG exports, though shipments fell by 0.74 percent year-on-year.

Exports to Canada and the UK showed positive momentum. Apparel exports to Canada grew by 3.08 percent in July-February to reach $871.58 million, representing a 3.38 percent share.

Shipments to the UK slightly increased by 1.22 percent to $2.97 billion, accounting for an 11.5 percent share.

The knitwear segment recorded a 4.56 percent fall to $13.68 billion, while woven exports fell by 2.79 percent to $12.10 billion during the same period.

The Daily Star
12 MAR 2026

War may push up logistics costs for apparel: DCCI

STAR BUSINESS REPORT

Export-driven industries in Bangladesh, particularly the readymade garment (RMG) sector, face rising logistics costs, supply chain delays, and shipping risks due to the ongoing US-Israel war on Iran, the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) said yesterday.

In a press release, the chamber expressed grave concern, noting that the tension is already causing turbulence in global energy markets, trade routes, and financial systems. As a highly import-dependent economy, Bangladesh is vulnerable to these external shocks.

International oil prices recently surged beyond $100 per barrel before dropping below $90, as supply disruptions hit the Middle East.

The DCCI estimated that every $10 increase in global oil prices could raise Bangladesh's monthly import bill by approximately $70-$80 million, further widening the trade deficit.

The conflict has also disrupted major shipping routes, especially the Strait of Hormuz, which handles nearly 20 percent of global oil and gas supply. Prolonged interference here could significantly increase freight rates, insurance premiums, and delivery times for Bangladeshi trade.

Domestically, exports have been declining for the past seven months due to political and economic challenges.

While short-term relief has come with over 10 vessels carrying LNG, LPG, diesel, and other fuels arriving at Chattogram Port recently, the DCCI warned that the situation remains highly unpredictable.

The Daily Star
12 MAR 2026

[redacted]

War may push

FROM PAGE B1

If the conflict escalates, the chamber predicts a series of macroeconomic challenges, including higher electricity production costs, inflation driven by transport hikes, and potential interruptions in remittance flows from the Middle East.

To mitigate these risks, the DCCI urged the government to build strategic fuel reserves, diversify energy import sources, and maintain close coordination between financial institutions and the business community.

The Financial Express
12 MAR 2026

Rosin Exports Ltd to set up a $10m denim unit in JEZ

The local apparel maker signs a land lease deal with BEZA

FE REPORT

Saleh Ahmad, Executive Member (Investment Development) of BEZA, and SM Shahinuzzaman, Managing Director of Rosin Exports Limited, signed the agreement on behalf of their respective organisations at the BEZA office on Wednesday.

Bangladeshi garment manufacturer Rosin Exports Limited will invest around $10 million to establish a modern denim products manufacturing facility at Jamalpur Economic Zone (JEZ).

The factory, to be set up on five acres of land, is expected to create around 800 jobs once fully operational.

To this effect, the company signed a land lease agreement with the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) at a ceremony held at BEZA headquarters in the city on Wednesday, a statement said.

Executive Member (Investment Promotion) of BEZA Saleh Ahmed and Managing Director of Rosin Exports Limited SM Shahinuzzaman signed the lease agreement on behalf of their respective sides.

Founded in 2005, Rosin Exports Limited is engaged in the production and export of knit garments. The company also operates another factory in Jamalpur district and currently employs nearly 10,000 workers across its operations.

Speaking at the signing ceremony, Saleh Ahmed said the domestic industrial groups' investment in the Jamalpur Economic Zone would play a significant role in boosting export earnings and promoting technology-driven industrialisation.

He further said BEZA would continue providing necessary support to ensure a business-friendly environment and urged the investor to expedite the establishment of the factory.

Mr SM Shahinuzzaman said their company is preparing to set up a modern and environment-friendly industrial facility in the economic zone with the support of BEZA.

He noted that the company has already been working to develop skilled manpower for the knitwear industry in Jamalpur.

Jamalpur Economic Zone is the first government economic zone being implemented in the Mymensingh division.

The zone, with a proposed area of around 436 acres, is expected to create employment opportunities for about 32,000 people upon full implementation.

Infrastructure development, including gas pipeline connection, a 33/11 kV power substation, administrative and dormitory buildings, land development, groundwater reservoir, and boundary wall construction, in the zone has already progressed.

So far, BEZA has signed lease agreements with around 20 industrial enterprises to set up industrial units in the zone. Of them, three factories are expected to begin production soon, while nine others are currently under construction.

saif.febd@gmail.com

The Financial Express

12 MAR 2026

RMG exports down 3.7pc in first eight months of fiscal

Bangladesh's Readymade Garment (RMG) exports recorded a 3.73 per cent year-on-year decline, totaling US$ 25.80 billion during the July-February period of the current fiscal year 2025-26, reports UNB.

According to the latest data from the Export Promotion Bureau (EPB), the sector-the backbone of the country's export earnings-is facing a downward trend across several key markets compared to the same period in the previous fiscal.

The European Union (EU) remains the largest destination for Bangladeshi apparel, accounting for nearly half 49.18 per cent of total RMG exports. However, earnings from the EU fell by 5.49 per cent, dropping to US$ 12.69 billion.

The United States, the second-largest market for Bangladesh, also saw a slight contraction. Exports to the USA reached US$ 5.03 billion, representing a 0.74 per cent decrease year-on-year.

Bucking the general downward trend, exports to the United Kingdom and Canada showed resilient growth:

United Kingdom: Exports rose by 1.22 per cent to reach US$ 2.97 billion.

Canada: Recorded a growth of 3.08 per cent, with export earnings standing at US$ 871.58 million.

Earnings from non-traditional markets took a hit, declining by 6.34 per cent to US$ 4.24 billion. These markets now hold a 16.44 per cent share of the total RMG export basket.

In terms of product categories, both major segments saw a decline.

Knitwear recorded a 4.56 per cent decrease, while Woven Garments posted a 2.79 per cent decrease.

Mohiuddin Rubel, Additional Managing Director of Denim Expert Ltd. and former Director of BGMEA, said that the overall performance reflects the ongoing global economic shifts and their subsequent impact on consumer demand in traditional strongholds.

The Business Standard
12 MAR 2026

Cash incentives

CONTINUED FROM PAGE 3

the former EXIM Bank, First Security Islami Bank and others now merged into the consolidated Islami Bank. They said this situation has created liquidity shortages, leaving many factories struggling to pay workers' wages and electricity bills.

The governor assured them that Bangladesh Bank would provide special monitoring to resolve the issue. "Swift and effective measures will be taken on matters that fall under the jurisdiction of Bangladesh Bank," he said. The new governor himself was previously involved in the garment business.

BGMEA leaders also called for an increase in cash incentive rates. The delegation proposed raising the special cash incentive rate from 0.30% to 1%, the alternative cash incentive rate from 1.5% to 2%, and the rate for small and medium enterprises (SMEs) from 3% to 4%.

They warned that if incentive payments are not released regularly and quickly, many factories could soon shut down, which would negatively affect the labour market.

The industry body also proposed reducing the interest rate on packing credit (PC) to 7%, increasing the size of the pre-shipment credit refinance scheme from Tk5,000 crore to Tk10,000 crore, and extending the scheme until 2030. It also recommended bringing export loan interest rates down to single digits and providing easier access to credit for SME enterprises. Senior BGMEA leaders and officials from Bangladesh Bank attended the meeting.

Cash incentives will no longer be kept pending, governor tells garment exporters

RMG – BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh Bank's newly appointed governor Md Mostaqur Rahman has assured garment industry owners that government cash incentives for the export sector will no longer remain pending.

The assurance came during a meeting yesterday with leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), led by its president Mahmud Hasan Khan Babu, according to a BGMEA press release.

Quoting the governor, the release said: "From now on, no applications for cash incentives will remain pending. To ease liquidity pressures on exporters, monthly cash incentive payments will be released within the same month."

During the meeting, BGMEA leaders also raised concerns about their inability to encash fixed deposits and export proceeds held in problem banks